ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ কর্তৃক Cluster Approach-এর আলোকে তাঁতশিল্পের উন্নয়নে "ট্রাষ্ট-বুনন" নামক এসএমই প্রোডাক্ট চালু ও অর্থায়ন কর্মসূচি

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

তারিখ ঃ ১৮/০৫/২০১০
সময় ঃ সকাল ১১ঃ৩০ ঘটিকা
স্থান ঃ ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ মিলনায়তন

আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানীয় সভাপতি, বিশেষ অতিথি, President of SME owner`s Association, তাঁত শিল্পীদের অকৃত্রিম বন্ধু বিবি রাসেল, খন্দকার মোজাম্মেল হক, চেম্বার নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমন্ডলী, ঋণ গ্রহীতাগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

০২। বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি যে এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি জারি করেছে সেখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক এসএমই খাতে ঋণ প্রদানের জন্যে যেমন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তেমনিভাবে অঞ্চলভিত্তিক এসএমই ক্লাষ্টারের উন্নয়নে নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ট্রাষ্ট ব্যাংক এই প্রথম cluster based এসএমই প্রোডাক্ট চালু করছে এবং এ খাতে অর্থায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এ জন্যে আমি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

০৩। আপনারা সবাই জানেন, অনেক উন্নয়নশীল দেশে সবচেয়ে গরীব ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে এসএমই খাত ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসএমই শিল্পগুলো হলো স্বল্প পুঁজি নির্ভর ও শ্রম নিবিড়। কাজেই বাংলাদেশের মতো শ্রম প্রাচুর্য ও মূলধন দুষ্প্রাপ্য দেশে এসএমই খাতের জন্যে রয়েছে comparative advantage বা তুলনামূলক সুবিধা। এজন্যে শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে এসএমই খাতের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার এটিকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও এসএমই খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে ইতোমধ্যেই বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

০৪। এবারেই আমরা প্রথমবারের মতো এসএমই খাতের জন্যে ২৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। এ ঋণ যেন ব্যাংকগুলো সুচিন্তিতভাবে বিনিয়োগ করতে পারে সেজন্যেই আমরা অঞ্চলভিত্তিক বা cluster based approach গ্রহণের জন্যে ব্যাংকগুলোকে আহ্বান করেছি। কেননা এ ধরনের approach ব্যাংকগুলোর স্ব-স্ব খাতে ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিবিড় মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। আমরা ব্যাংকগুলোকে ক্লাষ্টার ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে যথাযথ পলিসি গ্রহণের জন্যেও নির্দেশনা দিয়েছি। এ ধরনের পলিসি গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো আমাদের এসএমই খাতের বিদ্যমান ক্লাষ্টারগুলোকে শক্তিশালীকরণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নতুন নতুন ক্লাষ্টার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও প্রসারের মাধ্যমে টেকসই ও প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার উন্নয়ন, উদ্যোক্তাদের দক্ষতার উন্নয়ন, ঋণ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং সার্বিকভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হতে শুরু করে প্রোডাক্ট মার্কেটিং বা বিপণনে সহায়তা করা। বস্তুতঃপক্ষে আজকের এ তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে customer centered innovative product এর উন্নয়ন খুবই প্রয়োজন। ফলে, cluster development policy গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।

০৫। তাঁত শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন, বৃহৎ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প। এ শিল্পের যেমন রয়েছে গৌরবান্বিত অতীত তেমনি রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত। এ শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হস্তশিল্প হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের কাপড়ের বাড়তি চাহিদা মেটাতে এ শিল্পের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। মসলিন, জামদানি, বেনারসির ঐতিহ্যবাহী এ তাঁত শিল্পে cluster based অর্থায়ন প্রোডাক্ট নিয়ে আসায় এ খাতের উন্নয়নে গতি সঞ্চার হবে বলে আমি মনে করি।

চলমান পাতা/২

আমাদের বিপুল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের এ ধরনের একটি লাভজনক ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস । এর মাধ্যমেই গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণ হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

০৬। তাঁত শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব রয়েছে। এছাড়া, উদ্যোক্তাদের উচ্চমানের দক্ষতারও প্রয়োজন। Latest fashion সম্পর্কেও তাঁতী ভাইদেরকে অবহিত থাকতে হবে। ফলে, তাঁতীদের জন্যে সময়োপযোগী উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণেরও প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে এ শিল্পের sales promotion এর ব্যাপারে অধিকতর ব্যবস্থা গ্রহণ দরকার । আমি আশা করি আমাদের বণিক সমিতিগুলো, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, তাঁত বোর্ড-এমনতর প্রতিষ্ঠান/সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। ওয়েব নির্ভর ইলেকট্রনিক কমার্সেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে এই তাঁত পণ্য। প্রবাসী বাঙালিরা ই-কমার্সের সুযোগ নিয়ে আমাদের তাঁতীদের বড়ো ধরনের সমর্থন প্রদান করতে পারেন ।

০৭। আমি জেনেছি যে, ট্রাষ্ট ব্যাংক এসএমই খাতে এবার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে যার ১০ শতাংশ বা ৩০ কোটি টাকা তারা তাঁত শিল্পে বিনিয়োগ করবে । আজকের এ অনুষ্ঠানে তারা প্রায় ২ কোটি টাকা বিতরণ করতে যাচ্ছে । সময়ের অভাবে সরাসরি উদ্যোক্তাদের নিকটে যেয়ে এ ঋণ বিতরণ করা যাচ্ছে না বলে আমি উদ্যোক্তাদের নিকট গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। ট্রাষ্ট ব্যাংক আমাকে জানিয়েছে ইতোমধ্যে তারা তাঁত শিল্পে ১২ কোটি টাকার অধিক ঋণ বিতরণ করেছে, যার ফলে ২,০০০ লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ট্রাষ্ট ব্যাংক ইতোমধ্যেই হাল্কা প্রকৌশল, কৃষিভিত্তিক ব্যবসা, নারী উদ্যোক্তা ঋণ এবং বায়োগ্যাস প্রকল্পে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। সৌর বিদ্যুত খাতেও তারা বিনিয়োগে আগ্রহী। তাদের এ উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় । আমার প্রত্যাশা ট্রাষ্ট ব্যাংকের মতো অন্যান্য ব্যাংকও বাংলাদেশের গৌরবময় এই তাঁত খাতের পুনর্জাগরণে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসবে। এ দেশের তরুণ প্রজন্মের ক্রেতারা এরই মধ্যে স্বদেশী তাঁত বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। পহেলা বৈশাখ, ঈদের দিনে তাদের পরিধেয় বস্ত্রের দিকে তাকালেই এ কথার প্রমাণ মেলে । "স্বদেশী পণ্য কিনে হই ধন্য" -এ স্লোগান দিয়ে আমার কথা এখানেই শেষ করছি ।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ।